যুগান্তর

11 FEB 2013

তারিখ ১১ FEB 2013
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বানিয়াচংয়ে প্রভাষক লাঞ্ছিত ছাত্রলীগের ৪ ক্যাডার বহিষ্কার

বানিয়াচং প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের বানিয়াচং জনাব আলী ডিগ্রি কলেজের এক প্রভাষককে পিটিয়েছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রিপন চৌধুরীর নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ওই শিক্ষককে বেধড়ক পিটিয়েছে। শনিবার দুপুরে ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে চার ছাত্রলীগ ক্যাডারকে রোববার স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রী কলেজ থেকে বাসায় ফেরার পথে কলেজের পেছনের গেটে ছাত্রলীগ ক্যাডার মারুফ আহমেদ ওই ছাত্রীর কাছে মোবাইল ফোন নম্বর চায়। নম্বর দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে ছাত্রীর হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে মারুফ। এ সময় একাদশ শ্রেণীর ক'জন ছাত্র ধাওয়া করলে মারুফ ও তার সহপাঠী সুমন খান দৌড়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। ঘটনার কিছুক্ষণ পর কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রিপন চৌধুরীর নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। ক্যাম্পাসে ঢুকেই তারা কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষের দরজা-জানালা ভাঙচুর করে। এক পর্যায়ে অধ্যক্ষের কক্ষ ভাঙচুর করতে গেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হানু মিয়া বাধা দেন। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রভাষক হানু মিয়াকে বেধড়ক পিটিয়ে নির্বিঘ্নে চলে আসে।

এদিকে রোববার বিকালে কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুল মজিদ খানের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক পেটানোসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রলীগ কলেজ কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রিপন চৌধুরী, মারুফ আহমদ, সেবু মিয়া ও সুমন খানকে কলেজ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়। অধ্যক্ষ শফিউজ্জামান খান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। সূত্র জানায়, ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে নকলে বাধা দেয়ায় কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক পরাশ চন্দ্র শীলকেও ওই সন্ত্রাসীরা মারধর করেছিল। পরে ওই শিক্ষক বাদী হয়ে দ্রুত বিচার আইনে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় মারুফ ও সেবু মিয়া তিন মাস কারাভোগ করে জামিনে ছাড়া পায়। এছাড়াও কলেজ থেকে বনভোজনের টাকা না দেয়ায় সম্প্রতি অধ্যক্ষের কক্ষের একটি কম্পিউটার প্রকাশ্যে ছিনিয়ে নেয় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা।